



20327 - ইসলাম ত্যাগকারী মুরতাদরে শাস্তি মৃত্যুদণ্ড কনে

প্রশ্ন

আমি একজন অমুসলিমি হওয়া সত্বেও আপনাদের বিশ্বাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছি। কিন্তু এ বিষয়টি বুঝা কঠিন য়ে, এক ব্যক্তি একটা কথা বলল, আর সে কথাটার কারণে তার বিরুদ্ধে মৃত্যু পরোয়ানা জারি করা হবে- আমি সালমান রুশদরি কথা বুঝতে চাচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি, আমরা যহেতে মানুষ তাই এ ধরনের কোন রায় প্রকাশ করার অধিকার আমাদের নই। এ ধরনের বিষয়ে ফয়সালা আল্লাহই করবেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

শুরুতেই আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি- আমাদের প্রতি আস্থা রাখতে এ প্রশ্নটি আমাদের নিকট পাঠানোর জন্য, আমাদের বিশ্বাসের প্রতি আপনার অনুরক্ততার জন্য এবং প্রশ্নটির উত্তর জানার ব্যাপারে আপনার আগ্রহের জন্য। এ ওয়েব সাইটে একজন অতিথি হিসেবে, পাঠক হিসেবে ও জ্ঞানপিসু হিসেবে আপনাকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। সুপ্রিয় পাঠক, আমরা আপনার চর্চিতে লক্ষ্য করছি- আপনি য়ে, ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছেন সঠিক আপনি খোলাখুলভাবে ব্যক্ত করছেন। এটি আমাদের জন্য ও আপনার জন্য শুভসংবাদ। আমাদের জন্য এ বিবেচনা থেকে খুশি সংবাদ য়ে, আমাদের ধর্ম আপনার মত সত্যান্বিতদের কাছেও পৌঁছতে পেরেছে। আমাদের নবী তায়ে আমাদেরকে জানিয়ে গিয়েছিলেন- এই ধর্ম ভূপৃষ্ঠের সর্বস্তরে পৌঁছে যাবে। তামিমি আদ-দারি (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছি য়ে, তিনি বলেন: রাত ও দিন যতদূর পৌঁছেছে এ ধর্মও ততদূর পৌঁছে যাবে। কোন পশমনির্মিত তাবু (শহুরে বাড়ী) অথবা মাটির ঘর (গ্রাম্য ঘর) কোনটাই বাদ থাকবে না; আল্লাহ তাআলা সর্বগ্হে এই ধর্মকে প্রবশে করাবেন। সম্মানীর ঘরে সম্মানের সাথে, অসম্মানীর ঘরে অসম্মানের সাথে। য়ে সম্মানের মাধ্যমে আল্লাহ ইসলামকে গৌরবময় করবেন এবং য়ে অপমানের মাধ্যমে আল্লাহ কুফরকে অপমানিত করবেন। [মুসনাদে আহমাদ (১৬৩৪৪), সলিসলি সহহি গ্রন্থে আলবানী হাদিসটিকে সহহি আখ্যায়িত করছেন] এটি আপনার জন্য শুভকর এ দিক থেকে য়ে, এই ধর্মের প্রতি আপনার য়ে আগ্রহ এই আগ্রহ আপনাকে এই মহান ধর্ম সম্পর্কে আরো বেশি জানতে অনুপ্রাণিত করবে। য়ে- এই ধর্ম মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যশীল। তাই আমরা আপনাকে পরামর্শ দিই আপনি সব ধরনের প্রভাব মুক্ত হয়ে ধীরস্থিভাবে ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়ন করবেন। আপনি এই ওয়েব সাইটে (219) (21613) (20756) (10590) নং প্রশ্নোত্তরগুলো পড়তে পারেন। পক্ষান্তরে আপনার প্রশ্ন- “এই বিষয়টি বুঝা কঠিন য়ে, এক ব্যক্তি একটা কথা বলল,



আর সবে কথাটার কারণে তার বিরুদ্ধে মৃত্যু পরয়োনা জারি করা হবে...।আমি বিশ্বাস করি, আমরা যহেতে মানুষ তাই এ ধরনের কোন রায় প্রকাশ করার অধিকার আমাদের নাই।”আপনার কথা সঠিকি- কুরআন-হাদিসেরে দলিলি ছাড়া কারো বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করার অধিকার কোন মানুষেরে নাই। যবে কথার কারণে কারো বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয় সটোকো মুসলমি স্কলারগণ ‘রদিদা’ (ইসলাম-ত্যাগ) হিসেবে আখ্যায়তি করে থাকনে। কখন ব্যক্তরি ‘রদিদা’ সাব্যস্ত হয়? এবং মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগকারী) ব্যক্তরি বধিান কী? এক: রদিদা মানো- ইসলাম গ্রহণ করার পর কুফরতি ফরি যোয়া।

দুই: কখন ব্যক্তরি ‘রদিদা’ সাব্যস্ত হয়?

যবে বমিয়গুলোতে লপিত হওয়ার পরপ্রিক্ষেতি কোন ব্যক্তরি ‘রদিদা’ সাব্যস্ত হয়-তা চার প্রকার। ১. বিশ্বাসগতভাবে ইসলাম ত্যাগ করা। যমেন- আল্লাহর সাথে শরিক তথা অংশীদার স্থাপন করা, অথবা আল্লাহকে অস্বীকার করা অথবা আল্লাহ তাআলার সাব্যস্ত কোন গুণকে অস্বীকার করা।

২. কোন কথা উচ্চারণ করার মাধ্যমে ইসলাম ত্যাগ। যমেন- আল্লাহ তাআলাকে গালি দিয়ে অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দিয়ে।

৩. কর্মের মাধ্যমে ধর্মত্যাগ। যমেন-কোন নংেরা স্থানে কুরআন শরফি নক্ষিপে করা। এ কাজ আল্লাহর বাণীকে অবমূল্যায়নেরে নামান্তর। তাই এটি অন্তরে বিশ্বাস না থাকার আলামত। অনুরূপভাবে কোন প্রতমিকে অথবা সূর্যকে অথবা চন্দ্রকে সজিদা করা।

৪. কোন কর্ম বর্জন করার মাধ্যমে ইসলাম ত্যাগ। যমেন- ইসলামেরে সকল অনুশাসনকে বর্জন করা এবং এর উপর আমল করা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুখ ফরিয়ে নেয়া।

তনি: মুরতাদেরে হুকুম কী?

যদি কোন মুসলমি মুরতাদ হয়ে যায় এবং মুরতাদেরে সকল শর্ত তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় (সুস্থ- মস্তসিক, বালগে, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তরি অধিকারী হওয়া) তাহলে তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হবে এবং ইমাম তথা মুসলমানদেরে শাসক অথবা তাঁর প্রতিনিধি যমেন বচিরক তাকে হত্যা করবে। তাকে গোসল করানো হবে না, তার জানাযা-নামায পড়ানো হবে না এবং তাকে মুসলমানদেরে গেরস্থানে দাফন করা হবে না।

মুরতাদকে হত্যা করার দলিলি হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে বাণী “যবে ব্যক্তি ধর্ম ত্যাগ করে তাকে হত্যা কর।” [সহি বুখারী (২৭৯৪)]। হাদিসে ধর্ম দ্বারা উদ্দেশ্য ইসলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে বাণী- “যবে মুসলমি ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়ে যবে, ‘আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই এবং আমি আল্লাহর রাসূল’ নমিনোকত তনিটিকারণেরে কোন একটা ছাড়া তার রক্তপাত করা হারাম: হত্যার বদলে হত্যা, বিবাহতি ব্যভচারী, দল থেকে বচ্ছিন্ন-ধর্মত্যাগী।”[সহি



বুখারি (৬৮৭৮) সহহি মুসলিমি (১৬৭৬)]। দখুন: মাওসুআ ফকিহয়িয়া (ফকিহ বিশ্বকোষ), খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা- ১৮০ প্রয়ি প্রশ্নকারী, এর মাধ্যমে আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে গলে যে, মুরতাদকে হত্যা করার বিষয়টি আল্লাহর আদেশেই সংঘটিত হয়ে থাকে। যহেতে আল্লাহ আমাদরেকে তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার নর্দিশে দয়িছেনে। “তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদরে মধ্যে যারা কর্তৃত্বশীল তাদরে আনুগত্য কর” রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুরতাদকে হত্যা করার নর্দিশে দয়িছেনে। যমেনটি ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়ছে- “যে ব্যক্তি তার ধর্ম পরবর্তন করছে তাকে হত্যা কর।” এ মাসয়ালার প্রতি সন্তুষ্ট হতে আপনার হয়তো কিছু সময় লাগতে পারে, কিছু চিন্তাভাবনার প্রয়োজন হতে পারে। আপনি এ দিকটি একটু ভবে দেখেনে তো, একজন মানুষ সত্যকে অনুসরণ করল, সত্যপথে প্রবশে করল এবং আল্লাহ তার উপর যে ধর্ম গ্রহণ করা আবশ্যিক (ফরয) করে দয়িছেনে একমাত্র সতে সত্য ধর্ম গ্রহণ করল। এরপর আমরা তাকে এই অবকাশ দবি যে, সতে যখন ইচ্ছা অতি সহজে এই ধর্ম ত্যাগ করে চলে যাবে এবং কুফরিকথা উচ্চারণ করবে -যে কথা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বহিস্কার করে দেয়- এভাবে সতে আল্লাহ, তাঁর রাসূল, তাঁর কতিব, তাঁর ধর্মকে অস্বীকার করবে কনিতু কোন শাস্তির সম্মুখীন হবে না। এই যদি হয় তাহলে তার নিজের উপর এবং অন্য যারা এই ধর্মে প্রবশে করতে চায় তাদরে উপর এর প্রভাব কমনে হবে? আপনার কমনে হয় না, এ রকম সুযোগে দলি এই মহান ধর্ম -যা গ্রহণ করা অনবির্ষ- একটি উন্মুক্ত দোকানে পরণিত হবে। যে যখন ইচ্ছা এতে প্রবশে করবে এবং যখন ইচ্ছা বরে হয়ে যাবে। হতে পারে সতে অন্যকও ইসলাম ত্যাগে অনুপ্রাণতি করবে। তাছাড়া এই ব্যক্তি তো এমন কটে নয় যে সত্যকে জানেনি, ধর্মকর্ম, ইবাদত-বন্দগে কিছুই করেনি। বরঞ্চ এই ব্যক্তি সত্যকে জেনেছে, ধর্মকর্ম করছে, ইবাদত-অনুষ্ঠান আদায় করছে। সুতরাং সতে যতটুকু শাস্তি প্রাপ্য এটি তার চয়ে বশেনিয়। এ ধরনে শাস্তি শুধু এমন এক ব্যক্তির জন্য রাখা হয়ছে যে ব্যক্তির জীবনে কোন মূল্য নহে। কারণ সতে ব্যক্তি সত্যকে জেনেছে, ইসলামের অনুসরণ করছে এরপর তা ছড়ে দয়িছে। অতএব এ ব্যক্তির আত্মার চয়ে মন্দ কোন আত্মা আছে কি? সারকথা হচ্ছ- আল্লাহ তাআলা এই ধর্ম নাযলি করছেনে এবং তিনি এই ধর্ম গ্রহণ করা অপরহির্ষ করছেনে এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলাম ত্যাগকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করছেনে। এই শাস্তি মুসলমানদের চিন্তাপ্রসূত নয়, পরামর্শভিত্তিক নয়, ইজতহিদনর্ভর নয়। বিষয়টি যহেতে এমনি তাই আমরা যাঁকে রব্ব হিসেবে, ইলাহ হিসেবে মনে নয়িছে তাঁর হুকুমে অনুসরণ করতই হবে। আল্লাহ আমাদরেকে ও আপনাকে তাঁর পছন্দীয় ও সন্তোষজনক আমল করার তাওফিক দনি। আমরা পুনরায় আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

যে ব্যক্তি হদোয়তে গ্রহণ করছে তাঁর প্রতি শান্তি বর্ষতি হোক।